আজকের কাগজ

তারিখ 14 AUG 1993 পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

শুধু ইংরেজি নয়, দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার কার্যকর নীতি আবশ্যক

ডঃ বেগম জাহান আরা

> আমাদের দেশে শিক্ষার্থীরা শুধু ইংরেজিকে নয়, বাঙলা ছাড়া যে কোনো ভাষা শেখার প্রতিই তারা বিদ্বেষী না হলেও অনীহ। তা ছাড়া সবচেয়ে দুঃখের কথা হলো, মাতৃভাষা বাঙলাও তো ভালো করে জানে না তারা। মাতৃভাষা বাঙলার যে স্বচ্ছ দু'টি রূপ আছে, যেমন আঞ্চলিক এবং শিষ্ট বা মান ভাষা, সে জ্ঞানও অনেকেই অর্জন করে না শিক্ষা জীবনের বেশ লম্বা চওড়া পরিধিতে। প্রথমে কি মাতৃভাষাগত এই ধারণা ও বিদ্যাকে আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্যে নিশ্চিত করা উচিত নয়? তারপরে তো বিভাষা বা অন্য ভাষা শেখার প্রশ্ন!

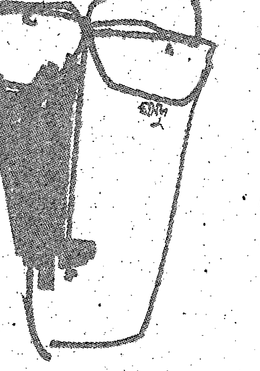

গত ১৭ জুলাই আজকের কাগজ-এর 'আমাদের ইংরেজি শিক্ষার মান এবং প্রতিকারের উপায়' প্রবন্ধটি পড়লাম। এ দেশের শিক্ষার্থীরা ইংরেজিতে 'কাঁচা বা অদক্ষ' কেনো, তার দশটি কারণ চিহ্নিত করেছেন লেখক এবং এই অবস্থার প্রতিকারে সাতটি প্রস্তাব পেশ করেছেন। স্পষ্ট বোঝা যায়, প্রবন্ধকার বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো ভেবেছেন। ভাববারই কথা। তবে ভাবনার পদ্ধতিতে 'ধর্মীয়, সামাজিক কুসংস্কারজনিত কারণে আমাদের দেশে ইংরেজি ভাষায় কিছুটা প্রতিবন্ধকতা দেখা দিচ্ছে' এবং 'এ ভাষা শিখলে পাপ হবে' এসব উদ্ভট বিষয় না থাকলে খুশি হতাম। কারণ ইংরেজি শেখার ব্যাপার নিয়ে এখন যে সচেতনতা দেখা দিয়েছে এবং ইংরেজি চর্চার জন্যে যে সব পথ প্রণালীর চিন্তা করা হচ্ছে, তার কোথাও সাম্প্রদায়িক সীমাবদ্ধতা নেই। এখন ধর্মাধর্ম নির্বিশেষে অনেকেই ইংরেজি শেখার জন্যে আকুল এবং ব্যাকুল। কারণ এই ভাষাটা না জানলে মহা মহা সমুদ্রপারের মোক্ষধামে (যেখানে সোনা চাঁদি কুড়ায় অনেকেই) যেতে প্রচন্ড অসুবিধে হয় যে!

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে রাজ্য সম্পদ সম্মান হারিয়ে ধর্মীয় ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে একদা প্রভাবশালী মুসলমানরা বিজাতির ভাষা শিখতে প্রবলভাবে নারাজ ছিলেন। সে কথা সত্যি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই তাঁদের সে ভুল ভাঙে। স্যার সৈয়দ আহমেদ-এর আধুনিক শিক্ষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই তা ছড়িয়ে পড়ে সারা উপমহাদেশের মুসলিম সমাজের শিক্ষিত এবং প্রভাবশালী লোকদের মধ্যে। ফলে বাঙলাদেশে আমরা পেয়েছি নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ এবং নওয়াব আব্দুল লতিফের মতো কালজয়ী সংগ্রামী ব্যক্তিদের। এঁরা 'ধর্মীয়, সামাজিক কুসংস্কারজনিত' পাপবোধের অহেতুক শঙ্কায় কাতর না হয়ে ইংরেজি শিক্ষাসহ সকল প্রকার আধুনিক শিক্ষার অনুকূল আবহ সৃষ্টির লক্ষ্যে আমরণের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। আরও অনেকের নাম করা যায়, তবে সেটা হবে ইতিহাসের বয়ান।

আমার বক্তব্য ইংরেজি শিক্ষা সম্পর্কিত। প্রশ্ন হলো, ইংরেজি ভাষা নিয়ে আমাদের এতো সমস্যার কারণ কি? প্রথমেই উত্তর আসবে, বাঙলা আমাদের মাতৃভাষা, রাষ্ট্রভাষা, শিক্ষাঙ্গনের ভাষা; তাই ইংরেজি শেখার প্রয়োজন নেই না। সুতরাং মহা ধুমধামের সঙ্গে আলঙ্কারিক উদ্যোগ নিয়ে প্রথমে ইংরেজির পাঠ বন্ধ করা হলো বি,এ পাস করে ফেললো। এই সাফল্যে লর্ড ম্যাকলের মতো 'ডাইনওয়ার্ড ফিল্টারেশন' নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হলো। এক পর্যায়ে শিক্ষাবিদরা ভাবতে বসলেন, কোথা থেকে অর্থাৎ শিক্ষা জীবনের কোন স্তর থেকে ইংরেজি শেখানো অথবা না-শেখানো যেতে পারে। সে এক বেসামাল অবস্থা। একদিকে নার্সারী থেকে এ,বি,সি,ডি শেখানো বজায় থাকলো, অন্যদিকে বি.এ.-র স্তরের বিদ্যা হলো ইংরেজি বিষয়হীন। ফলে শিশুকালে ইংরেজি ভাষার সঙ্গে পরিচয় ঘটলেও বি.এ. পাসের পর্যায়ে এসে সেই ভাষা জ্ঞান হয়ে পড়েছে অপ্রয়োজনীয়। অতএব অনাদরের। এই প্রক্রিয়ায় ইংরেজি ভাষার শিক্ষকের অভাব ঘটাই স্বাভাবিক। ঘটলোও তাই। তবে ইংরেজি শিক্ষার ধারাটি উচ্চ পর্যায়ে অর্থাৎ এম.এ-তে থাকলো। বিষয়টি যদি ছবি এঁকে দেখানো যেতো তাহলে সহজেই বোঝা যেতো পূর্বাপর সম্পর্ক রহিত ইংরেজি শিক্ষার প্রতি নীতিগত লাঞ্ছনা, ভবিষ্যত চিন্তার হিত কল্পনা এবং অজ্ঞতাজনিত সমর্থনের চেহারাটা কেমন এলোপাথাড়ি ব্যাড়া হয়।

যতোদূর মনে পড়ে ১৯৭৭-৭৯ সালের জাতীয় পাঠ্যক্রম কমিটি (ন্যাশনাল কারিকুলাম কমিটি) ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা নীতি প্রণয়ন করেছিলো। সেখানে শুধু ইংরেজি নয়, দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে কয়েকটি ভাষাকে স্থান দেয়া হয়েছিলো। তার মধ্যে যে কোনো একটি ঐচ্ছিক এবং ইংরেজি হবে আবশ্যিক। দ্বিতীয় ভাষার শিক্ষা স্তর ষষ্ঠ শ্রেণী। অর্থাৎ প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীরা কেনো দ্বিতীয় ভাষা শিখবে না। উন্নত দেশগুলোর শিক্ষানীতি দেখে টেখেই এম একটা সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। বক্তব্য অতিশয় স্পষ্ট ছিলো। তা হলো, ইংরেজি ছাড়াও অন্য ভাষা পড়া যেতে পারে এমন ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে থাকবে। আজো কি তার বাস্তবায়ন হয়েছে? সে জন্যে বাপদাদা তুলে কাউকে গালি দেয়া করা কিংবা ধর্ম সমাজ সংস্কার নিয়ে টানাটানি করে সময় নষ্ট করলেও ইংরেজি ভাষা শিক্ষার সুরাহা হবে না। শিক্ষাকে প্রকৃত অর্থে কল্যাণী শক্তি মনে করতে হবে সকলেরই জন্য। গোষ্ঠী স্বার্থও এক্ষেত্রে গৌণ। সম্প্রদায়ের ভাবনা অন্যায় এবং কদর্য।

আমার ধারণা, ইংরেজি শেখা না শেখা নিয়ে আমরা যতো কথাই বলি, সুষ্ঠু শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে না পারলে সমাধানের পথ ক্রমশ দূরে সরে যাবে। শিক্ষাদান তো আর সমাজ সেবার পর্যায়ে নেই যে সহযোগিতার হাত চাইবে। আজকাল এনজিওরাও নানাবিধ শিক্ষা কর্মসূচী খাতে বিপুল অর্থ বরাদ্দ পায়। তা ছাড়া ইংরেজি শিক্ষার জন্যে আগ্রহ বর্ধক কোনো কর্মকান্ড প্রণয়ন করেও কোনো লাভ হবে না আর সেটা করবেই বা কে? জানা কথা যে, শিক্ষার্থীর আগ্রহ মূলত অভিভাবকের ইচ্ছার উপরই নির্ভরশীল। অভিভাবক যদি মনে করেন, তাঁর সন্তানকে উত্তমরূপে ইংরেজি ভাষা শেখাবেন, তাহলে ব্যক্তিগত উদ্যোগেই তিনি সে ব্যবস্থা করেন এবং করছেনও। এই রকম উদ্যোগী অভিভাবকদের সচেতন পরিশ্রমের ফলে দেশে এখন বহু ইংরেজি-মাধ্যম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। সেগুলোতে ছেলে-মেয়ে পড়ানো যথেষ্ট ব্যয়বহুল হওয়া সত্ত্বেও ভিড় কমছে না। বরং বাড়ছে শিক্ষার্থীর সংখ্যা, বাড়ছে বিদ্যালয়ের সংখ্যাও।

এই শিক্ষা ব্যবস্থা কাদের জন্যে, সে কথা কি আর বলার প্রয়োজন পড়ে? এ ক্ষেত্রে সমাজ ধর্ম সংস্কার কোনোটাই বড় কথা নয়, বড় হলো বিত্ত সামর্থ্য ক্ষমতা এবং অভীপ্সা।

শিক্ষানীতির প্রসঙ্গে যদি প্রশ্ন তোলা হয়, বাঙলাভাষী শিক্ষার্থীরা শুধু ইংরেজি নয়, দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে কোন কোন ভাষা শিখবে বিদ্যালয়ে এ ক্ষেত্রে আলোচনার পরিসর বিস্তৃত হয়। ভাবনার অবকাশ অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়। ভাষা বিজ্ঞানীরা বলেন যে, কোনো ব্যক্তি দুটি বা তিনটি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করলে সে দুই বা তিন মানুষের সুযোগ-সুবিধে ও শক্তির অধিকারী হবে। ভাষিক দক্ষতা যতোই বাড়বে, ব্যক্তির আত্মবিশ্বাসও ততোই বাড়বে। ভাষাবাহী প্রাণীরূপে মানুষ যখন সম্পূর্ণ অন্য ভাষিক পরিবেশে উপস্থিত হয় এবং কোনো মতেই বাক্যালাপ করতে পারে না, তখনকার অসহায়ত্ব ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝতে পারবে না। তাই আমিও বিশ্বাস করি মাতৃভাষা ছাড়াও যে কোনো একটি উন্নত ভাষা শেখা একান্তই প্রয়োজন। ইংরেজি যেহেতু এখন প্রায় সর্বত্রই আদৃত, সেই কারণে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে আমাদের উচিত ইংরেজি ভাষা উত্তমরূপে শেখা। বিদ্যালয়ে রিডিং পড়া বা দু'চারটি চিঠিপত্র ও প্রবন্ধ লেখাকে

শে: পৃ: দ্র:

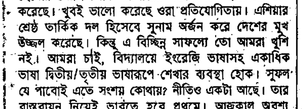

ভাষা শেখা বলা ... শোনা বলা পড়া ও লেখা ... প্রসঙ্গ বাতুলতা। তা ছাড়া বাঙলা ... অন্য যে কোনো ভাষার প্রতি বিদ্বেষভাব ... আমরা প্রীতি আর বিদ্বেষকে গুলিয়ে ফেলি বলেই বি...

আমাদের দেশে শিক্ষার্থীরা শুধু ইংরেজিকে নয়, বাঙলা ছাড়া যে কোনো ভাষা শেখার প্রতিই তারা বিদ্বেষী না হলেও অনীহ। তা ছাড়া সবচেয়ে দুঃখের কথা হলো, মাতৃভাষা বাঙলাও তো ভালো করে জানে না তারা। মাতৃভাষা বাঙলার যে স্বচ্ছ দু'টি রূপ আছে, যেমন আঞ্চলিক এবং শিষ্ট বা মান ভাষা, সে জ্ঞানও অনেকেই অর্জন করে না শিক্ষা জীবনের বেশ লম্বা চওড়া পরিধিতে। প্রথমে কি মাতৃভাষাগত এই ধারণা ও বিদ্যাকে আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্যে নিশ্চিত করা উচিত নয়? তারপরে তো বিভাষা বা অন্য ভাষা শেখার প্রশ্ন!

ভাব চলাচলের বাহনরূপে ভাষাই তো মানুষের শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী হাতিয়ার। এই তো মাত্র এক সপ্তা আগে কুয়ালালামপুরে 'অস্ট্রেলেশিয়ান ইন্টার ভার্সিটি ডিবেটিং কমপিটিশনে' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি তার্কিক দলের সঙ্গে এ্যাডজুডিকেটর হিসেবে কাজ করে এলাম ছয়দিন। আমরা 'মালে' ভাষা জানি না। অন্য প্রতিযোগিরাও জানে না। সেখানে তর্ক বিতর্কের মাধ্যম হলো ইংরেজি। মালয়ী তার্কিকদের কাছেই জানলাম, 'মালে' ছাড়া দ্বিতীয় ভাষারূপে তারা বাধ্যগতভাবে শেখে ইংরেজি ভাষা এবং শেখার মতো করেই শেখে। পরিস্থিতিতে পড়লে তারা ইংরেজিতে শুধু কথাই বলে না, চিন্তাও করে। প্রসঙ্গতই বলছি, আমাদের ছেলেরা সৌভাগ্যবান পরিবারের সন্তান বলে ইংরেজির চর্চা করেছে। খুবই ভালো করেছে ওরা প্রতিযোগিতায়। এশিয়ার শ্রেষ্ঠ তার্কিক দল হিসেবে সুনাম অর্জন করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। কিন্তু এ বিচ্ছিন্ন সাফল্যে তো আমরা খুশি নই। আমরা চাই, বিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষাসহ একাধিক ভাষা দ্বিতীয়/তৃতীয় ভাষারূপে শেখার ব্যবস্থা হোক। সুফল যে পাবোই এতে সংশয় কোথায়? নীতিও একটা আছে। তার বাস্তবায়ন নিয়েই ভাবতে হবে প্রথমে। আজকাল অবশ্য ইংরেজি ভাষা শেকার প্রতি আগ্রহ দেখা যাচ্ছে সে কথা একবার বলেছি। কিন্তু তাদের জন্যে সুযোগ-সুবিধে তৈরি করতে হবে আমাদেরই। 'সহযোগিতার হাত' নয়, গঠনমূলক চিন্তা কর্ম ও শ্রমদানে ইংরেজিসহ বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার নীতি ও বাস্তবায়নের কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। দেশের রাজধানী ঢাকায় একটা 'আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট' আছে। এখানে এগারটি আধুনিক ভাষা শেখানো হয়। সবই বড়দের জন্যে। বিদ্যালয়/কলেজের গন্ডি পেরিয়ে তবে এখানে ভাষা শেখার সুযোগ পাওয়া যায়। এখন তো ইনস্টিটিউটে প্রচুর ছাত্র ছাত্রী। বাঙলাভাষীরা অন্যভাষা শিখছে বলছে চর্চা করছে, দেখেও মন ভরে যায়। কিছুক্ষণের জন্যে পৃথিবীটা যেনো খুব কাছে এসে যায়। পরস্পরের চেনা জানা হয় সাবলীল। সবই ভাষার সৌজন্যে।

পরিশেষে, ভাষা শেখার বিষয়টি শিক্ষানীতির কাঠামোতে বেঁধে দিতে হবে। ডঃ এনামুল হক (প্রখ্যাত ভাষাবিদ) বলতেন যে, 'গণমুখি শিক্ষা' শব্দটা বর্জন করে তোমরা বলো-'শিক্ষামুখি জনগণ', তা হলে সুফল পাবে সবদিক থেকে। আজও সেই কথা কানে বাজে। কারণ বিদ্যাকে বলা হয় 'ধন', যা অর্জন করতে হয় কষ্ট করে। এই অর্জনের ব্যবস্থায় শিক্ষিত লোকের ভূমিকা নিশ্চয় আবশ্যিক। শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই হতে হবে দায়বদ্ধ। নগরের আনাচে-কানাচে নানা স্তরের কিছু খুচরো ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে প্রয়োজন মিটবে না। সব বিদ্যালয়েই ভাষা শিক্ষার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা থাকতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার নীতি ঠিক করতে হবে প্রথমে। আর তার পূর্বশর্ত হিসেবে যে কোনো মূল্যেই বৃদ্ধি করতে হবে শিক্ষার হার। শিক্ষাহীন জীবন তো আঁধার পুরী। সেখানে আলো না জ্বালাতে পারলে বড় বড় গল্প শুনিয়ে লাভ নেই। অন্ধের জগতে হাতি একটি প্রাণী মাত্র। বড় ছোটো নিয়ে তার তেমন মাথাব্যথা থাকে না। আমাদের নিম্নহার শিক্ষিত জীবনে ভাষা শিক্ষার প্রস্তাবটা তাই কতকটা অন্ধের হাতি দেখার মতোই। তবু নিরাশ হলে চলবে না। কাজ করে যেতে হবে।

ডঃ বেগম জাহান আরা: কলাম লেখক, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক।